দৈনিক বাংলা

216

তারিখ ... 1.4.79 ...
পৃষ্ঠা ... 5 ... কলাম ... 1 ...

দৈনিক বাংলা

ঢাকা ঃ রোববার, ১৮ই চৈত্র, ১৩৮৫ ঃ ১লা এপ্রিল, ১৯৭৯

# বয়স্ক শিক্ষা প্রকল্প

আমাদের সমাজে শিক্ষা বিস্তারের পথে একটি প্রধান অন্তরায় হল বয়স্কদের নিরক্ষরতা। বয়স্কদের শিক্ষিত করতে না পারলে শিক্ষার জাতীয় লক্ষ্য যে অর্জিত হবে না, এ প্রশ্নে আদৌ দ্বিমতের অবকাশ নেই। জাতীয় উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করার স্বার্থে আমরা সর্বজনীন শিক্ষার ওপর গুরুত্ব আরোপ করছি। শিক্ষা উপদেষ্টা পরিষদ এই একই লক্ষ্য সামনে নিয়ে শুরুতে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের সুপারিশ করেছেন। আগামী বছর থেকে দেশের কয়েকটি থানায় এই সুপারিশের ভিত্তিতে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা চালু হওয়ার কথা। কিন্তু মনে রাখতে হবে, শুধুমাত্র স্কুলগামী ছেলেমেয়েদের বিদ্যালয়ে নিয়ে আসলেই সর্বাত্মক শিক্ষার উদ্দেশ্য ফলপ্রসূ হবে না। আমাদের জনসংখ্যার অর্ধেকেরও বেশি অক্ষর-জ্ঞানহীন বয়স্ক নর-নারী—একথাটিও একই সঙ্গে ভাবনার মধ্যে রাখতে হবে।

এই বিপুল সংখ্যক বয়স্ক ব্যক্তিকে অজ্ঞানতার অন্ধকারে রেখে কী করে আমরা সর্বজনীন শিক্ষা বিস্তারের আশা করতে পারি? কিংবা শিক্ষিতের সংখ্যা দ্রুত একশ'র কোঠার দিকে নিয়ে যাওয়ার কথা ভাবতে পারি? স্মরণ রাখা দরকার, বয়স্করা শুধু জীবিকার্জন এবং আমাদের সমাজের গোটা উৎপাদন ব্যবস্থারই নিয়ামক নন—একই সঙ্গে তাঁরা আমাদের নবীন বংশধরদেরও অভিভাবক। সুতরাং, শিক্ষার প্রসার ঘটিয়ে তাঁদের শিক্ষাসচেতন করে তুলতে না পারলে সমাজ থেকে অজ্ঞানতার পুঞ্জীভূত অন্ধকার দূর করা বলতে গেলে প্রায় অসম্ভব। এত যুগের সাধ্য-সাধনার পরও আমাদের শিক্ষার হার কেন এখনও শতকরা একুশের কোঠা পার হতে পারেনি, গভীর-ভাবে তলিয়ে দেখলেই ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

অগ্রসর সমাজগুলির দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, সর্বাত্মক শিক্ষা বিস্তার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের একটি মুখ্য শর্ত হিসাবেই তারা বয়স্ক শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। এ কারণেই এসব সমাজ দ্রুত শিক্ষাগত অনগ্রসরতার অচলায়তন ভেঙে শিক্ষার হার বৃদ্ধির শতকরা প্রায় একশ ভাগ লক্ষ্য অর্জন করেছে এবং জাতীয় সমৃদ্ধির শিখরে উঠেছে। বয়স্কদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের এই বাস্তবতাকে অনুসরণ না করলে আমাদের শিক্ষা কর্মসূচীই কেবল পিছিয়ে থাকবে না—তার সঙ্গে জাতীয় সমৃদ্ধির লক্ষ্যও বাধাগ্রস্ত হয়ে থাকবে।

আমাদের দেশে বহুকাল আগে থেকেই শিক্ষাবিদ এবং শিক্ষানুরাগিগণ বয়স্ক শিক্ষা বিস্তারের বিষয়টি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে আসছেন। আজ থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে এ ধরনের কয়েকটি প্রকল্প বাস্তবায়নে হাত দেয়া হয়েছিল, যার ফলে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বয়স্ক নর-নারীকে সাক্ষর করে তোলা সম্ভব হয়। কিন্তু বছর কয়েক পরেই সেই শিখাটি উৎসাহের অভাবে নির্বাপিত হয়ে পড়ে। এরপর প্রাক-স্বাধীনতা যুগে ১৯৬৩ সালে পরীক্ষামূলকভাবে শিক্ষা বিভাগের আওতায় একটি বয়স্ক শিক্ষা প্রকল্প চালু করা হয়েছিল। দুই দফায় মোট আটটি থানায় এটি চালু করা হয়। বিভাগটি এখনও টিকে আছে। কিন্তু গত ষোল বছরে এর যে সাফল্য তাকে উল্লেখযোগ্য বলা যায় না। এ পর্যন্ত এই প্রকল্পে ব্যয় হয়েছে তিরাশি লাখ টাকা। পাঁচ লাখ বয়স্ক নর-নারী বিভিন্ন পর্যায়ে শিক্ষাগত সার্টিফিকেট পেয়েছেন। প্রকল্পের বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রগুলিও ঠিকমত চলছে না।

আমরা প্রকল্পটিকে একটি সর্বাত্মক রূপ দেয়ার জন্যে সুপারিশ করছি। কেননা, বয়স্ক শিক্ষাকে সর্বাত্মক শিক্ষা বিস্তার অভিযানের সঙ্গে যুক্ত করা না হলে কিছুতেই আমরা শিক্ষার অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জন করতে পারব না। এর জন্যে সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ করা প্রয়োজন।